আন্দোলনের মুখে পরীক্ষা বাতিল

বিশেষ প্রতিনিধি

২১ আগস্ট, ২০২৪
০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

এইচএসসি ও সমমানের স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিলের দাবিতে গতকাল কয়েক শ শিক্ষার্থী সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখায়। এই পরিস্থিতিতে স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিলের সিদ্ধান্ত জানায় অন্তর্বর্তী সরকার। ছবি : কালের কণ্ঠ

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে স্থগিত থাকা এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষাগুলো বাতিল করা হয়েছে। সিলেট বোর্ড, মাদরাসা বোর্ড ও কারিগরি বোর্ড বাদে অন্য আটটি শিক্ষা বোর্ডে কোনো শিক্ষার্থীর সাতটি, আবার কোনো শিক্ষার্থীর আটটি পত্রের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল। স্থগিত থাকা বিষয়গুলোতে এসএসসির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ম্যাপিং করে নম্বর দেওয়া হতে পারে বলে আন্ত শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে।

এইচএসসির স্থগিত পরীক্ষা

- এসএসসির বিষয় ম্যাপিং করে বাকি বিষয়ের মূল্যায়ন
- এই শিক্ষার্থীরা ২০২২ সালের এসএসসিতেও তিন বিষয়ের পরীক্ষা দেয়নি

আন্ত শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার গতকাল সন্ধ্যায় কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘স্থগিত থাকা এইচএসসি ও সমমানের বাকি বিষয়গুলো বাতিল করা হয়েছে।

অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের আর বাকি বিষয়গুলোর পরীক্ষা দিতে হবে না। তবে এখন বাকি বিষয়গুলো কিভাবে মূল্যায়ন করব সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সভা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

অধ্যাপক তপন কুমার সরকার আরো বলেন, ‘করোনার সময়ও আমরা এইচএসসির সব বিষয়ের পরীক্ষা নিতে পারিনি। তখন এসএসসির বিষয় ম্যাপিং করে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

এবারও সে পদ্ধতি অনুসরণ করার সুযোগ রয়েছে। তবে আটটি বোর্ডের শিক্ষার্থীরা কিন্তু আবশ্যিক বিষয়ের পরীক্ষাগুলো দিয়েছে। আর ঐচ্ছিক বিষয়ের দুই-তিনটা পরীক্ষা দিয়েছে। ফলে এসএসসির ফলাফল ও এইচএসসির নেওয়া পরীক্ষাগুলো মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করলে তেমন সমস্যায় পড়তে হবে না।

,

সূত্র জানায়, এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় একজন শিক্ষার্থীকে মোট ১৩টি পত্রে পরীক্ষা দিতে হয়। এর মধ্যে আবশ্যিক তিনটি বিষয়ে পাঁচ পত্র, আর চতুর্থ বিষয়সহ ঐচ্ছিক চারটি বিষয়ে আটটি পত্র। এইচএসসির একজন শিক্ষার্থীর আবশ্যিক পত্রগুলো হচ্ছে—বাংলা বিষয়ে দুই পত্র, ইংরেজি বিষয়ে দুই পত্র এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে একটি পত্র।

নতুন করে আর পরীক্ষা না নিয়ে বিষয় ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে এইচএসসির ফল প্রকাশের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ মিছিল নিয়ে সচিবালয়ে ঢুকে পড়ে পাঁচ-ছয় শ পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার্থীরা চায়, এরই মধ্যে যে কটি বিষয়ের পরীক্ষা হয়েছে, তার ভিত্তিতে এবং স্থগিত বিষয়ের পরীক্ষা এসএসসির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে ম্যাপিং করে এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হোক।

সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে ভবনে অবস্থিত, সেই ভবনের নিচে অসংখ্য শিক্ষার্থী জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ করে। এর এক পর্যায়ে বিকেল ৪টার দিকে সচিবালয়ের ৬ নম্বর ভবনের ১৮ তলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উঠে যায় তারা। শিক্ষার্থীরা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ দপ্তরের সামনে অবস্থান নেয়। এ সময় সচিবালয়ের সব প্রবেশপথ আটকে দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে তাদের দাবি মেনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিলের ঘোষণা দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীরা গত সোমবারও ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ঘেরাও করেছিল। এরপর গতকাল সচিবালয়ের মধ্যে ঢুকে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করলে জরুরি বৈঠকে বসেন শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতনরা। তাঁরা প্রথমে ১১ সেপ্টেম্বর

থেকে প্রকাশ করা সূচি স্থগিত করে আরো দুই সপ্তাহ পরে স্থগিত পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর পরীক্ষার সময় ঠিক রেখে বাকি বিষয়গুলোর পরীক্ষা অর্ধেক প্রশ্নোত্তরে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা তা না মেনে বিক্ষোভ করতে থাকে। আন্দোলনের মুখে এক পর্যায়ে এইচএসসি ও সমমানের স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিল করা হয়। এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল কিভাবে দেওয়া হবে, সে সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের পরে জানানো হবে বলে বলা হয়। এরপর গতকাল সন্ধ্যায় শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওয়েবসাইটে স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিলের সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

২০২৪ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয় গত ৩০ জুন। কিন্তু সে সময় সিলেট বিভাগে বন্যা থাকায় ৮ জুলাই পর্যন্ত ওই বোর্ডের পাশাপাশি মাদরাসা ও কারিগরি বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। ওই তিন বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হয় ৯ জুলাই। তারা যে চারটি আবশ্যিক পত্রের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি তা সব পরীক্ষা শেষে নেওয়ার কথা ছিল। ফলে বাকি আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে অর্ধেকের বেশি পরীক্ষা নেওয়া হলেও ওই তিন বোর্ডের শিক্ষার্থীরা তিন থেকে চারটি বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পেরেছে।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কয়েক দফায় এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। প্রথমে গত ১৮ জুলাইয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। তারপর একসঙ্গে ২১, ২৩ ও ২৫ জুলাইয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এরপর ২৮ জুলাই থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। পরে সিদ্ধান্ত হয় ১১ আগস্ট থেকে নতুন সময়সূচিতে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নেওয়া হবে। কিন্তু পরে জানানো হয়, ১১ আগস্ট পরীক্ষা হচ্ছে না।

শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ছাড়ার পর বিভিন্ন এলাকায় থানায় হওয়া হামলায় প্রশ্নপত্র রাখা ট্রাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্য ১১ আগস্ট থেকে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়েছিল। সর্বশেষ আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে স্থগিত পরীক্ষাগুলো নেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল শিক্ষা বোর্ড, যা অনুমোদনের পর নতুন সূচিও প্রকাশ করা হয়।

এবার যারা ২০২৪ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বসেছিল তারা ২০২২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তবে ২০২০ সালে করোনার প্রাদুর্ভাব হওয়ার পর এই ব্যাচের শিক্ষার্থীরা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা ঠিকমতো ক্লাস করতে পারেনি। ফলে এসএসসিতে তাদের ১২টি বিষয়ের মধ্যে ৯টি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। বাকি তিনটি বিষয়ে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়/সাধারণ বিজ্ঞাণ, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে আগের পরীক্ষার সাবজেক্ট ম্যাপিং

হয়েছে। অর্থাৎ এসএসসির ক্ষেত্রে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), দাখিলের ক্ষেত্রে জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) এবং এসএসসি ও দাখিলের (ভোকেশনাল) ক্ষেত্রে নবম শ্রেণির ফলের ভিত্তিতে বিষয় ম্যাপিং করে নম্বর দেওয়া হয়েছে।

বাধা উপেক্ষা করে সচিবালয়ের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে শিক্ষার্থীরা। **ছবি : কালের কণ্ঠ**